বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(২০২৬ ইং সনের ৭৭ নং গঠনবিধি)

আমি এতদ্বারা নির্দেশ করিতেছি যে, আগামী ৫ এপ্রিল, ২০২৬ খ্রি. তারিখ রোজ রবিবার সকাল ১০ঃ৩০ মিনিট হইতে ১৬ এপ্রিল, ২০২৬ খ্রি.তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিম্নে উল্লেখিত অবকাশকালীন বেঞ্চসমূহ গঠন করা হইলঃ

১. **বিচারপতি মোঃ হাবিবুল গনি**

এবং

বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরী

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক, কাস্টমস, ইনকামট্যাক্স, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অর্থঋণ আইন সংক্রান্ত বিষয়াদিসহ **অতীব জরুরী সকল প্রকার রীট মোশন ও তৎসংক্রান্ত শুনানী;** ২০০৯ইং সনের ট্রেডমার্ক আইনের অধীনে আপীল; ১৯১১ ইং সনের প্যাটেন্ট ও ডিজাইন আইনের ৫১(ক) এবং ২৬(খ),(গ),(ঘ) ও (ঙ) ধারামতে আবেদনপত্র ও আপীল; মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২-এর ১২৪ ধারা মোতাবেক রিভিশন/আপীলসহ মূল্যসংযোজন কর আইন, ১৯৯১-এর ধারা ৪২(১)(গ) ক্ষমতাবলে এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল; আয়কর রেফারেন্স মোকদ্দমা ও আয়কর সংক্রান্ত রীট; কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯-এর ধারা ১৯৬ডি অনুযায়ী আপীল শুনানী; শুনানীর জন্য **হাইকোর্ট বিভাগ ও উহার অধীনস্থ আদালতসমূহের অবমাননার অভিযোগ পত্র সমূহ** গ্রহণ করিবেন; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

২. **বিচারপতি কাজী মোঃ ইজারুল হক আকন্দ**

এবং

বিচারপতি সৈয়দ হাসান যুবাইর

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য **দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইন সংক্রান্ত বিষয়াদিসহ** ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য **অতীব জরুরী ফৌজদারী মোশন;** ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী; ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণএবং শুনানী করিবেন।

৩. **বিচারপতি শশাঙ্ক শেখর সরকার**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে **অতীব জরুরী দেওয়ানী মোশন;** দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় আপীল; ২০০১ ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত ১৯৭২ ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ মোতাবেক "নির্বাচনী" আবেদনপত্র; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১ খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার দেওয়ানী মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

৪. **বিচারপতি আহমেদ সোহেল**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য অতীব জরুরী আদিম অধিক্ষেত্রাধীন বিষয়; সাকসেশন আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী ইচ্ছাপত্র ও ইচ্ছাপত্র ব্যাতিরেকে মৃত ব্যক্তির বিষয়বস্তুর অধিক্ষেত্র; বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৮৬৯ অনুযায়ী মোকদ্দমা; প্রাইজ কোর্ট বিষয়সহ এ্যাডমিরেলটি কোর্ট আইন, ২০০০ অধিক্ষেত্রাধীন মোকদ্দমা; মার্চেন্ট শিপিং অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ এর অধীনে আবেদনপত্র; ২০০৯ ইংসনের ট্রেডমার্ক আইনের অধীন আবেদনপত্র; ১৯১৩ ও ১৯৯৪ ইং সনের কোম্পানী আইন অনুযায়ী আবেদনপত্র; ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ ইং (১৯৯১ ইং সনের ১৪ নং আইন) অনুযায়ী আবেদনপত্র; সালিশ আইন, ২০০১ (২০০১ ইং সনের ১ নং আইন) অনুযায়ী আপীল ও আবেদনপত্র; বীমা আইন, ২০১০ ইং অনুযায়ী আপীল ও তৎসংক্রান্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

৫. **বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য দূর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইন সংক্রান্ত বিষয়াদি ব্যতীত একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য ফৌজদারী মোশন; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী রিভিশন ও রেফারেন্স মোকদ্দমা; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

৬. **বিচারপতি কাজী জিনাত হক**

এবং

বিচারপতি আবদুর রহমান

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য **অতীব জরুরী দেওয়ানী মোশন;** শুনানীর জন্য প্রথম আপীল, প্রথম আপীল (প্রবেট), প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); ৬,০০,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বমানের প্রথম বিবিধ আপীল; শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দেওয়ানী রুল ও রিভিশন মোকদ্দমা; হাইকোর্ট রুলস-এর ৯ অধ্যায়ের ৩৪ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্যএবং ৬,০০,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বমানের আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে

গ্রহণযোগ্য দেওয়ানী রুল, দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা ও তৎসংক্রান্ত আবেদনপত্র হইতে উদ্ভুত সকল লয়াজিমা বিষয়; ২০০১ইং সনের ১ নং আইনের (শালিশী আইন-২০০১) ৪৮(ক), (খ) এবং (গ) ধারা মোতাবেক আপীল; দেউলিয়া বিষয়ক আপীল; ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা (বিশেষ দায়িত্ব) অধ্যাদেশ, ১৯৯১ইং (অধ্যাদেশ নং-৬, ১৯৯১) এর অধীন আপীল; বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনারস এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ৪৬নং আদেশ) এর অধীনে অনুচ্ছেদ ৩৬ মোতাবেক আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী আপীলসমূহ; দ্বৈত বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় আপীল; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার দেওয়ানী মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

স্বাঃ-

বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি

তারিখঃ ১১ মার্চ, ২০২৬ খ্রি.

প্রচারের জন্যঃ

১. বিচারপতি মোঃ হাবিবুল গনি

২. বিচারপতি কাজী মোঃ ইজারুল হক আকন্দ

৩. বিচারপতি শশাঙ্ক শেখর সরকার

৪. বিচারপতি আহমেদ সোহেল

৫. বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার

৬. বিচারপতি কাজী জিনাত হক

৭. বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরী

৮. বিচারপতি আবদুর রহমান

৯. বিচারপতি সৈয়দ হাসান যুবাইর